জে. সি. রাইল (১৮১৬-১৯০০)

@ copyrights: www.bibleandbookministry.com
For free distribution only!

জীবিত না মৃত?

***"আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদের জীবিত করিলেন"*— ইফিষীয় ২:১**

এই প্রশ্ন হাজার চিন্তার উদ্রেক করে। যত্ন সহকারে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করুন। নিজের হৃদয় অনুসন্ধান করে দেখুন এবং নিজেকে গভীরভাবে অন্বেষণ না করে এই পুস্তিকাটি সরিয়ে রাখবেন না। আপনি কি জীবিত না মৃতদের মধ্যে বাস করছেন?[1]

আমি যখন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ঈশ্বর তাঁর শাস্ত্রে এ বিষয়ে কী বলেছেন, তা দেখাবার চেষ্টা করছি, তখন আমার কথা শুনুন।

১। সবাই আত্মিকভাবে মৃত

প্রথমেই বলি, আমরা সকলে স্বাভাবিকভাবে আত্মিক অর্থে মৃত। "মৃত" শব্দটি বড়ো কঠিন শব্দ, কিন্তু আমি তার নামকরণ বা তার আবিষ্কার করিনি। আমি তা মনোনীতও করিনি। পবিত্র আত্মা তা ইফিষীয়দের প্রতি লেখার জন্য পৌলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন: "তোমরা যখন আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিলেন" (ইফিষীয় ২:১)। অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তে প্রভু যীশু এ বিষয়টি ব্যবহার করেছিলেন: "কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল" (লূক ১৫:২৪, ৩২)।

---

[1] © This edition complete text is copyright Chapel Library 2007, *www.mountzion.org.* Copies available without charge via download worldwide and in print without charge in North America. May be reproduced provided this copyright notice is prominently displayed.

আপনি তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্রেও এর উল্লেখ দেখতে পাবেন: "কিন্তু যে বিলাসিনী, সে জীবদ্দশায় মৃত" (১তীমথিয় ৫:৬)। শাস্ত্রে লিখিত বাক্য অপেক্ষা কি কোনও মরণশীল মানুষ আরও বুদ্ধিমান? বাইবেলে যা লেখা আছে, আমি কি তা যথার্থ অর্থে বলতে এবং তাতে মনোযোগ করতে চেষ্টা করব না?

"মৃত" শব্দটি চিন্তা করার জন্য ভয়াবহ বিষয়, তা এমন একটি বিষয়, যা মানুষ গ্রহণ করতে চায় না। মানুষের আত্মা কতখানি অসুস্থ, তা স্বীকার করতে চায় না; প্রকৃত অর্থে, সে কতখানি বিপদের মধ্যে রয়েছে, তা দেখতে চায় না। অনেকেই আমাদের এ বিষয়টি বলতে বাধ্য করবে যে, বেশিরভাগ মানুষের যা হওয়া উচিত, তারা তা নয়: তারা চিন্তাহীন, অস্থির, তারা হাসিখুশি, অসংযত এবং এ বিষয় তারা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না।" কিন্তু মৃত? ওহ্, তা নয়! আমাদের তার উল্লেখ করা উচিত হবে না। এমন কথা বললে, বেশি বলা হয়ে যাবে। এ ধরনের চিন্তা যেন হোঁচট খাওয়ার পাথরের মতো, এবং তা অপমানজনক।

কিন্তু আমরা ধর্মে যেটি পছন্দ করি, তার পরিণাম সম্বন্ধে অল্পই চিন্তা করি। কেবল প্রশ্ন হল, কী লেখা আছে? প্রভু কী বলেছেন? ঈশ্বরের চিন্তা এবং মানুষের চিন্তা এক নয়, এবং ঈশ্বরের বাক্য এবং মানুষের কথার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে প্রতিটি জীবিত ব্যক্তি যদি প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী না হয়ে থাকে, তবে সে ধনী কি দরিদ্র, বা উচ্চবিত্ত কি নিম্নবিত্ত, বা যুবক কি বৃদ্ধ, যাই হোক না কেন— এমন ব্যক্তি আত্মিক অর্থে মৃত।

আর সবকিছুর মতোই এ বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য যথার্থ। কোন কিছুই এর চেয়ে সঠিক, বিশ্বস্ত এবং সত্য বলা যাবে না। এ বিষয়ে আপনাকে আমি কারণ দেখাতে চাই।

আপনি যদি যোষেফকে তাঁর পিতার জন্য রোদন করতে দেখতেন, তা হলে, আপনি কী বলতেন? "তিনি আপন পিতার মুখের উপরে মুখ দিয়ে রোদন করিলেন এবং তাঁকে চুম্বন করিলেন" (আদিপুস্তক ৫০:১)। কিন্তু তাঁর সেই ভালোবাসার কোনও উত্তর সেখানে ছিল না। তাঁর বৃদ্ধ মুখের কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি, তা নীরব এবং নিথর ছিল। নিঃসন্দেহে আপনি তার কারণ অনুমান করেছেন— যাকোব মারা গিয়েছিলেন।

নায়িন নগরের দ্বারে আপনার সঙ্গে যদি বিধবার মৃত সন্তানের দেখা হত, যখন তাকে কবর-বস্ত্রে মোড়া কফিনে দেখতে পেতেন এবং তার ক্রন্দনরত মাকে তার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে কবরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখতেন, তা হলে, আপনি কী ভাবতেন? (লূক ৭:১২)। নিঃসন্দেহে সব কিছু আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত। তার জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত না— কারণ সেই যুবক মারা গিয়েছিল।

এবার আমি বলতে চাই, আত্মার ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি ঠিক এই পরিস্থিতিতে আছে। আত্মিক বিষয়ে আমাদের চারপাশের বেশির ভাগ মানুষের পরিস্থিতি এই। ঈশ্বর তাঁর করুণার কারণে, অবিরত তাদের আহ্বান করেন— বিভিন্ন প্রকার কষ্টের মাধ্যমে, পরিচর্যাকারীদের মাধ্যমে, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে— কিন্তু তারা তাঁর রব শোনে না। প্রভু যীশু তাদের বিষয়ে শোক করেন, তাদের কাছে অনুযোগ করেন, তাদের কাছে অনুগ্রহপূর্ণ আহ্বান পাঠান, তাদের হৃদয়ের দরজায় আঘাত করেন— কিন্তু তারা তার মূল্য দেয় না। তাদের সত্ত্বার গৌরব, সেই অমূল্য রত্ন, তাদের আত্মার অমরত্ব, অবরোধ করে ছিনিয়ে লুঠ করা হয়েছে— কিন্তু এ বিষয়ে তারা চরম উদাসীন। দিয়াবল প্রতিদিন তাদের প্রশস্ত রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে চলেছে, যার পরিণাম বিনাশ— আর তারা সংগ্রাম না করেই দিয়াবলের কাছে নিজেদের বন্দি হতে দেয়। আর এই ঘটনা আমাদের চারিদিকে এবং দেশের সর্বত্র সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘটে চলেছে। আপনি যখন এই কথা পাঠ করছেন, তখন আপনার বিবেক নিশ্চয় তা বুঝতে পারছে। আর আপনি তা অস্বীকার করতে পারেন না। আর তাই যদি হয়, তবে ঈশ্বর যা বলেছেন, তার চেয়ে আরও নিখুঁত অর্থে, আর কী বলা যেতে পারে: আমরা সকলে আমাদের প্রকৃতিতে আত্মিক অর্থে মৃত।

ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মন যখন শীতল ও উদাস, তার হাত যখন ঈশ্বরের কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, তার চরণ যখন ঈশ্বরের পথের সঙ্গে পরিচিত নয়, তার জিভ যখন কদাচিৎ প্রার্থনা ও প্রশংসা করতে ব্যবহৃত হয় বা আদৌ ব্যবহৃত হয় না, তার কান যখন সুসমাচারে খ্রীস্টের রবের প্রতি বধির, তার চোখ যখন স্বর্গরাজ্যের শোভার প্রতি অন্ধ, তার মন যখন জাগতিক চিন্তায় পূর্ণ এবং সেখানে আত্মিক বিষয়ের কোনও স্থান নেই — এই সমস্ত চিহ্ন যখন কোনও মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তখন তার পরিস্থিতি বর্ণনা করার জন্য যে শব্দ যথার্থ, তা হল "মৃত।"

এ বিষয়টি হয়ত আমাদের না-ও পছন্দ হতে পারে। আমরা হয়ত এ বিষয়ের প্রতি এবং জগতে ঘটা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরের সত্য অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে, কারণ তা রুদ্ধ করে রাখলে, অবশ্যই ক্ষতির সম্ভবনা আছে। সত্য যতই রূঢ় হোক, তা অবশ্যই বলতে হবে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহ, আত্মা এবং প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের সেবা না করে, ততক্ষণ সে প্রকৃত অর্থে জীবিত নয় কিন্তু মৃত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার জীবনের প্রথম বিষয়গুলিকে শেষে এবং শেষের বিষয়গুলিকে প্রথমে স্থান না দেয়, এবং দুষ্ট দাসের মতো তার তালন্তগুলিকে মাটির নিচে পুঁতে রাখে, প্রভুর নামের কোনও গৌরব করে না, ততক্ষণ সে প্রকৃত অর্থে জীবিত নয়। সে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেনি; ঈশ্বর তাকে যে কারণে শক্তি ও গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, তা সে কাজে লাগায়নি। এক কবির ভাষায়—

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত
সেই জীবিত; আর বাকি সবাই মৃত।"

মানুষের মধ্যে কেন পাপের প্রতি কোনও অনুভূতি নেই? তারা কেন সুসমাচারের কথায় বিশ্বাস করে না, উত্তম পরামর্শ গ্রহণ করে না, সুসমাচারকে আঁকড়ে ধরে না, জগৎকে পরিত্যাগ করে না এবং ক্রুশকে তুলে নিয়ে নিজের ইচ্ছাকে মৃত্যুসাৎ করে না? মানুষ কেন মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করে না, তারা কেন কদাচিৎ বাইবেল পাঠ করে এবং তারা কেন প্রার্থনায় হাঁটু পাতে না? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একটাই— কারণ মানুষ মৃত।

মানুষরা যে সমস্ত অজুহাত দেখিয়ে থাকে, সেগুলি হল, হয় তাদের সময় নেই বা তারা অশিক্ষিত, কেউ কেউ ব্যবসার কারণে এবং অর্থের জন্য ভারগ্রস্থ, কেউ আবার ব্যস্ততার কারণে সময় পায় না। অনেকে আবার, তাদের পরিবারে নানা সমস্যার কথা বলে, কেউ বা অসুস্থতার কথা বলে। কারোর কারোর আহ্বানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত ধরনের সমস্যা বর্তমান, বলা হয়ে থাকে, তা অন্যদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অনেকের আবার, বাড়িতে অদ্ভুত ধরনের অসুবিধা থাকে এবং তারা এই আশায় অপেক্ষা করে থাকে যে, কবে সেগুলি দূর হবে; কিন্তু এই ধরনের মানুষের বর্ণনা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ রয়েছে; আর তা হল তারা 'মৃত'। এই সমস্ত মানুষের

অন্তরে যদি আত্মিক জীবন শুরু হয়, তা হলে তাদের এই সকল অজুহাত উধাও হয়ে যাবে।

একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীর হৃদয় কেন ভারগ্রস্ত হয়, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা এখানে রয়েছে। সে দেখে যে তার চারপাশে অনেকেই কখনও ঈশ্বর-আরাধনায় যোগদান করে না। অনেকে আবার এত অনিয়মিতভাবে যোগ দেয় যে, দেখে মনে হয়, তার কোনও গুরুত্বই নেই। অনেকেই রবিবার একবেলা যোগ দেয়, যেখানে তারা সহজেই দু'বার যোগদান করতে পারত। অনেকে আবার প্রভুর মেজের সামনে আসে না, মনে করে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কিন্তু এমন কেন হয়? প্রায়ই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই সমস্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে কেবল একটাই উত্তর দেওয়া যেতে পারে, আর তা হল— তারা মৃত।

এবার ভেবে দেখুন, যারা খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, তাদের কি নিজেদের পরীক্ষা করে দেখা উচিত নয়, তারা কী পরিস্থিতিতে আছে? এমন মানুষদের মণ্ডলীগৃহের বাইরেই যে পাওয়া যায়, এমন মনে করবেন না, কারণ তাদের অনেকেই মণ্ডলীগৃহের ভিতরেও আছে। তাদের অনেকেই প্রচার-বেদির খুব কাছে রয়েছে, অনেকে আবার মঞ্চের আসনে বসে আছে। এ দেশ যেন যিহিষ্কেলের দর্শন করা উপত্যকার মতো, "বিস্তর অস্থিতে পূর্ণ এবং সে সকল অস্থি অতিশয় শুষ্ক" (যিহিষ্কেল ৩৭:২)। সমস্ত মণ্ডলীতেই যেমন আত্মায় মৃত মানুষরা রয়েছে, তেমনই তারা আমাদের সমস্ত রাস্তা ঘাটেও রয়েছে। খুব কম পরিবার পাওয়া যাবে, যেখানে পরিবারের সবাই ঈশ্বরের জন্য জীবিত! হয়ত, এমন কোনও বাড়ি পাওয়া যাবে না, যেখানে একজনও আত্মিক অর্থে মৃত নয়। আসুন, আমরা সবাই নিজেদের গৃহে অন্বেষণ করে দেখি! আসুন, আমরা নিজেদের পরীক্ষা করে দেখি, আমরা জীবিত, না কি মৃত?

যাদের আত্মিক অর্থে কোন পরিবর্তন হয়নি, তাদের অবস্থা কত দুঃখজনক! বিশেষ করে যাদের হৃদয় তাদের জন্মদিন থেকে একই থেকে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে স্বর্গের পাহাড় প্রমাণ পার্থক্য বর্তমান। তাদের "মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হতে হবে" (১যোহন ৩:১৪)। হায়, তারা যদি দেখতে পেত, তারা কত বিপদের মধ্যে রয়েছে! আত্মিক মৃত্যুর সঙ্গে দৈহিক মৃত্যুর এই পার্থক্যের কোনও ভয়াবহ চিহ্ন নেই। মৃত্যুর পর আমরা যখন

আমাদের প্রিয়জনদের যত্ন সহকারে কফিনের মধ্যে রাখি, তখন তারা কিছুই উপলব্ধি করে না। উপদেশক বলেছিলেন, "জীবিত লোকেরা জানে যে, তারা মরবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না" (উপদেশক ৯:৫)। আর মৃত আত্মার ক্ষেত্রেও এ কথা একইভাবে সত্য।

তাই, নিজের মণ্ডলীর সভ্যদের জন্য পালকের চিন্তা করা উচিত। আমরা জানি, সময় সংক্ষিপ্ত এবং জীবন অনিশ্চিত। আমরা জানি, আত্মিক মৃত্যু অনন্তকালীন বিনাশের প্রশস্ত পথে নিয়ে যায়। আমাদের ভয় হয়, পাছে এই পুস্তিকার কোনও পাঠক তার পাপে, অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে, নতুনীকৃত বা পরিবর্তিত না হয়ে, মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আমরা যদি কড়া কথা বলি কিংবা উষ্ণ অনুযোগ করি, তা হলে অবাক হবেন না! আমরা এ বিষয়ে তোষামোদ করে, মন ভরানো কথা বলে, কিংবা "শান্তি, শান্তি" বলে ক্রন্দন করতে চাই না; বিশেষ করে, বিষয়টি যখন জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। এই মহামারী আপনাদের মধ্যে বর্তমান। আর আমরা উপলব্ধি করি, আমরা জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের অবশ্যই স্পষ্ট করে এই সমস্ত কথা বলতে হবে। "বস্তুত, তূরীর ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হবে?" (২করিন্থীয় ৩:১২; ১করিন্থীয় ১৪:৮)।

২। সবাইকে জীবিত করা প্রয়োজন

দ্বিতীয় ধাপে, আপনাদের যে কথা বলতে চাই, তা হল, সমস্ত মানুষের প্রয়োজন আত্মায় জীবিত হওয়া।

জীবন হল আমাদের অধিকারের সমস্ত সম্পদ থেকে মহত্তম। মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া হল সবথেকে শক্তিশালী পরিবর্তন। আর এর চেয়ে কোনও কম পরিবর্তন, মানুষকে স্বর্গে যাওয়ার অযোগ্য করে।

বিষয়টি জোড়া-তালি মারার মতো কাজ নয়, কিংবা কিছু পরিমাণে শুচিশুদ্ধ হলেই হবে, এমনও নয়; পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে ওঠার প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে নতুন প্রকৃতি রোপন করার প্রয়োজন। একটি নতুন সত্ত্বা, একটি নতুন মন, একটি নতুন নীতি; কেবল এগুলি, আর এর চেয়ে কিছু কম হলে, মানুষের আত্মার প্রয়োজন মিটবে না। আমাদের নতুন ত্বক নয় বরং নতুন হৃদয়ের প্রয়োজন।

খনি থেকে একটি মার্বেল পাথরের চাঁই তুলে এনে, তা খোদাই করে এক অপূর্ব মূর্তি তৈরি করা, কিংবা জঙ্গল পরিষ্কার করে তা ফুলে ভরা বাগান তৈরি করা, কিংবা কোনও লোহার টুকরো থেকে ঘড়ির স্প্রিং বানানো— এদের প্রতিটিই মারাত্মক পরিবর্তন। তবুও, আদমের প্রত্যেক সন্তানকে নতুন হয়ে উঠতে, যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তা এগুলিকে হার মানায়। কারণ, সেগুলি একই বস্তুর নতুন রূপ; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনেকটা অন্য গাছের শাখায় কলম করার মতো, যেখানে সে পূর্বে ছিল না। মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থানের মতো পরিবর্তন প্রয়োজন; তার নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠা প্রয়োজন। পুরাতন বিষয় সকল অতীত হয়ে সবকিছু নতুন হয়ে ওঠার প্রয়োজন। তার "নতুন-জন্মের" প্রয়োজন— যে জন্ম উর্ধ্ব থেকে আসে। দেহের জন্য আবার জন্মাবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু প্রাণের জন্য আত্মায় জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন (২করিন্থীয় ৫:১৭; যোহন ৩:৩)।

আমি ভালো করেই জানি, এ কথা বড়ো কঠিন কথা। আমি জানি, এ জগতের সন্তানরা নতুন-জন্মের কথা শুনতে পছন্দ করে না। এটি তাদের বিবেককে দংশন করে: এর ফলে, তাদের মনে হয়, তারা যা স্বীকার করে, তার চেয়ে স্বর্গ আরও অনেক দূরে। তাদের কাছে এটি অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ বলে মনে হয়, যাতে প্রবেশ করার জন্য তারা

২। সবাইকে জীবিত করা প্রয়োজন

দ্বিতীয় ধাপে, আপনাদের যে কথা বলতে চাই, তা হল, সমস্ত মানুষের প্রয়োজন আত্মায় জীবিত হওয়া।

জীবন হল আমাদের অধিকারের সমস্ত সম্পদ থেকে মহত্তম। মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া হল সবথেকে শক্তিশালী পরিবর্তন। আর এর চেয়ে কোনও কম পরিবর্তন, মানুষকে স্বর্গে যাওয়ার অযোগ্য করে।

বিষয়টি জোড়া-তালি মারার মতো কাজ নয়, কিংবা কিছু পরিমাণে শুচিশুদ্ধ হলেই হবে, এমনও নয়; পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে ওঠার প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে নতুন প্রকৃতি রোপন করার প্রয়োজন। একটি নতুন সত্ত্বা, একটি নতুন মন, একটি নতুন নীতি; কেবল এগুলি, আর এর চেয়ে কিছু কম হলে, মানুষের আত্মার প্রয়োজন মিটবে না। আমাদের নতুন ত্বক নয় বরং নতুন হৃদয়ের প্রয়োজন।

খনি থেকে একটি মার্বেল পাথরের চাঁই তুলে এনে, তা খোদাই করে এক অপূর্ব মূর্তি তৈরি করা, কিংবা জঙ্গল পরিষ্কার করে তা ফুলে ভরা বাগান তৈরি করা, কিংবা কোনও লোহার টুকরো থেকে ঘড়ির স্প্রিং বানানো— এদের প্রতিটিই মারাত্মক পরিবর্তন। তবুও, আদমের প্রত্যেক সন্তানকে নতুন হয়ে উঠতে, যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তা এগুলিকে হার মানায়। কারণ, সেগুলি একই বস্তুর নতুন রূপ; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনেকটা অন্য গাছের শাখায় কলম করার মতো, যেখানে সে পূর্বে ছিল না। মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থানের মতো পরিবর্তন প্রয়োজন; তার নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠা প্রয়োজন। পুরাতন বিষয় সকল অতীত হয়ে সবকিছু নতুন হয়ে ওঠার প্রয়োজন। তার "নতুন-জন্মের" প্রয়োজন— যে জন্ম উর্ধ্ব থেকে আসে। দেহের জন্য আবার জন্মাবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু প্রাণের জন্য আত্মায় জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন (২করিন্থীয় ৫:১৭; যোহন ৩:৩)।

আমি ভালো করেই জানি, এ কথা বড়ো কঠিন কথা। আমি জানি, এ জগতের সন্তানরা নতুন-জন্মের কথা শুনতে পছন্দ করে না। এটি তাদের বিবেককে দংশন করে: এর ফলে, তাদের মনে হয়, তারা যা স্বীকার করে, তার চেয়ে স্বর্গ আরও অনেক দূরে। তাদের কাছে এটি অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ বলে মনে হয়, যাতে প্রবেশ করার জন্য তারা

এখনও মাথা নত করেনি, আর তাই তারা সেই দরজাকে বড়ো করতে চেষ্টা করে, বা অন্য কোনও ভাবে তাতে প্রবেশ করতে চায়। আমি কোন ভ্রান্তির কথা বলে মানুষকে উৎসাহিত করতে চাই না, যেমন তাদের অল্প পরিমাণ অনুতাপ করা প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে যে সমস্ত দান রয়েছে, তা ব্যবহার করা প্রয়োজন, তার দ্বারা তারা যেন প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। আমি বাইবেলে যা বলা হয়েছে, তার চেয়ে অন্য কিছু বলতে সাহস করি না; কিন্তু বাইবেলে যা বলা হয়েছে, সেই কথা অনুসারে বলি, "আমাদের সকলের নতুন-জন্মের প্রয়োজন; আমরা প্রকৃতিগতভাবে মৃত এবং আমাদের জীবিত হওয়ার প্রয়োজন।"

আমরা যদি যিহূদার রাজা মনঃশির বিবরণ পাঠ করি, তা হলে দেখতে পাব, তিনি একদা জেরুশালেমকে প্রতিমায় পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং মিথ্যা দেবতা মোলককে সন্তুষ্ট করতে নিজের সন্তানদের আগুনের মধ্যে ফেলে হত্যা পর্যন্ত করেছিলেন; কিন্তু মনপরিবর্তন হলে তাঁকে মন্দির শুচি করতে, দেশ থেকে মূর্তিপূজা দূর করতে এবং ধার্মিক জীবন যাপন করতে দেখা গিয়েছিল। আমরা যদি যিরীহোর করগ্রাহী সক্কেয়র জীবন দেখি, তা হলে দেখতে পাব, একদা তিনি লোক ঠকাতেন, লুঠ করতেন এবং লোভী ছিলেন, কিন্তু মনপরিবর্তন হলে, তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক তাঁকে দরিদ্রদের দান করতে আমরা দেখতে পাই। আমরা যদি কৈসরের গৃহের লোকদের দেখি, একদা তারা তাদের প্রভুর নির্দেশে অপ্রীতিকর কাজ করলেও, পরবর্তীকালে, প্রেরিত পৌলের সঙ্গে তাদের এক মনপ্রাণ হয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। আমরা যদি সেন্ট অগাষ্টিনের প্রথম জীবন দেখতাম, তা হলে দেখা যেত, প্রথমদিকে তিনি মারাত্মক ব্যভিচারের জীবন যাপন করতেন; কিন্তু মন পরিবর্তন হলে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন। আমরা যদি সমাজ সংস্কারক ল্যাটিমারের জীবন দেখি, একদা তিনি খ্রীস্টের বিরোধিতা করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি খ্রীস্টের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন— আমরা যদি এই ধরনের কোনও একটি পরিবর্তন দেখতাম, তা হলে, আমরা কি তাকে জীবনের কিছু সংশোধন বা মেরামত বলতে পারতাম? আমরা কি এই বলে সন্তুষ্ট হতে পারতাম– অগাষ্টিন তার পথপরির্তন করেছিলেন, এবং ল্যাটিমার তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন? আমরা যদি তা বলি, তা হলে, পাথরেও চিৎকার করবে। আমি বলি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে, নতুন-জন্ম ছাড়া আর কিছু ঘটেনি, যা হল মৃত মানব

প্রকৃতির পুনরুত্থান, মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার। এই সমস্ত শব্দ এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য যথার্থ শব্দ। এছাড়া অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করলে, তা হবে অত্যন্ত দুর্বল, শাস্ত্র সম্মত নয় এবং তা সত্য থেকে বহু দূরে।

আমি এখন সাধারণভাবে এ কথা বলতে পিছপা হব না যে, আমরা যদি পরিত্রাণ না পাই, আমাদের সকলের এই ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন আছে। আমাদের এবং যাদের কথা আমি উল্লেখ করলাম, তাদের মধ্যে কোনও একজনের জীবনের পার্থক্য, বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, তার চেয়ে অনেক কম। বাইরের খোলসটা খুলে ফেলুন, দেখবেন, আমাদের এবং তাদের ভিতরের প্রকৃতি একই রকমের, তা মন্দ এবং তাতে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। পৃথিবীর বাইরের অংশে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর কারণে পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু আমার বিশ্বাস পৃথিবীর ভিতরের পরিস্থিতি সর্বত্রই একই প্রকারের। যদি খনন করেন, দেখতে পাবেন, সর্বত্রই একই প্রকারের প্রাচীন পাথর বা গ্রানাইটের মতো শক্ত পাথর। আর মানুষের হৃদয়ও সেইরূপ। তাদের প্রথা সকল, তাদের বর্ণ, পথ এবং আইন হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু তাদের ভিতরের পরিস্থিতি সর্বদা একই প্রকার। তাদের সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থল একই প্রকারের— তা পাথরের মতো শক্ত, সেখানে ঈশ্বর-ভয় নেই, যার নতুনীকরণ প্রয়োজন। এই দিক থেকে একজন ইংরেজ এবং অন্য দেশের একজন একই স্থানে অবস্থান করছে। উভয়েই প্রকৃতিগত ভাবে মৃত এবং উভয়েরই জীবিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। উভয়েই আদমের সন্তান, যিনি পাপে পতিত হয়েছিলেন এবং উভয়েরই নতুন-জন্মের প্রয়োজন, যাতে তারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে।

আমরা পৃথিবীর যে অংশেই বাস করি না কেন; আমাদের চক্ষু উন্মোচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে; সাধারণভাবে আমরা আমাদের পাপ প্রকৃতি, দোষ এবং বিপদ সকল দেখতে পাই না। আমরা যে কোন জাতির মধ্যে বাস করি না কেন, আমাদের বোধশক্তি আলোকিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। সাধারণ অর্থে, আমরা সবাই বাবিল মিনার নির্মাণকারীদের মতো, আমরা নিজেদের পছন্দের পথে স্বর্গে যেতে চাই, কারণ পরিত্রাণের পরিকল্পা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সামান্য অথবা সে বিষয়ে আমাদের কিছুই জ্ঞান নেই। আমরা যে কোনও মণ্ডলীর সভ্য হই না কেন, আমাদের ইচ্ছা সঠিক দিকে

পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে; আমাদের শান্তির জন্য যা প্রয়োজন, তা আমরা স্বাভাবিকভাবে মনোনীত করি না, এবং খ্রীস্টের কাছে আসি না। আমাদের জীবন যে স্তরেই থাকুক না কেন, উর্ধ্বস্থ বিষয় সকলের প্রতি আমাদের আকর্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে; সাধারণভাবে আমরা নিচের বিষয়ের প্রতিই আকর্ষিত হই, যা কিছু জাগতিক, কামুক, ক্ষণস্থায়ী ও বৃথা, সেই সকলই আমাদের আকর্ষিত করে। আমাদের জীবনে গর্বের স্থানে নম্রতা, আত্মধার্মিকতার স্থানে নিজেকে ছোট করে দেখার মানসিকতা, অসাবধানতার স্থানে মনোযোগী হওয়া, জাগতিকতার স্থানে পবিত্রতা, অবিশ্বাসের স্থানে বিশ্বাসের প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে শয়তান কর্তৃত্ব করলে, তা দূর করতে হবে, এবং সেই স্থানে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে হবে। আমিত্বকে অবশ্যই ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে, যেন খ্রীস্ট রাজত্ব করেন। এ সমস্ত বিষয় না ঘটা পর্যন্ত, আমরা পাথরের মতো মৃত। এই সমস্ত বিষয় যখন আমাদের জীবনে ঘটতে শুরু করে, তখনই আমরা জীবিত হই।

আমার এই সমস্ত কথা হয়ত অনেকের কাছে মূর্খের কথা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অনেক জীবিত মানুষ আজও উঠে দাঁড়িয়ে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমি যা বলছি, তা সত্যি। অনেক মানুষ বলতে পারে, তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তা জানে এবং তারা নিজেদের নতুন মানুষ বলে মনে করে। যে সমস্ত বিষয় সে একদা ঘৃণা করত, এখন সে তা ভালোবাসে এবং যা সে ভালোবাসত, এখন তা ঘৃণা করে। এখন তার মধ্যে নতুন প্রকৃতি, নতুন সাথী, নতুন পদ্ধতি, নতুন স্বাদ, নতুন অনুভূতি, নতুন চিন্তাধারা, নতুন ধরনের দুঃখ, আনন্দ, ভীতি, ও আশা দেখা যায়। অল্প কথায় বলা যায়, তার সত্ত্বার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তার নিকটবর্তী আত্মীয় ও বন্ধুদের জিজ্ঞেস করুন, তারা তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। তারা একে পছন্দ করুক বা না করুক, তারা বলতে বাধ্য হবে, সেই ব্যক্তি আর পূর্বের মতো নয়।

অনেক মানুষকে বলতে শুনবেন, পূর্বে সে নিজেকে এমন পাপী বলে মনে করত না। আগে সে কখনও অন্যদের চেয়ে নিজেকে মন্দ বলে মনে করত না। আর এখন সে প্রেরিতশিষ্য পৌলের মতো নিজেকে পাপীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে মনে করে (১তীমথিয় ১:১৫)।

একদা সে এ কথা মনে করত না, যে তার হৃদয় মন্দ। তার জীবনে হয়ত দোষ থাকতে পারে এবং মন্দ সঙ্গ ও নানা প্রলোভনের দ্বারা সে হয়ত বিপথে গমন করেছিল; তবুও মনের গভীরে তার এমন ভাব ছিল যে, তার হৃদয় উত্তম। কিন্তু এখন সে আপনাকে বলবে, কোনও হৃদয়ই তার মতো মন্দ নয়। এখন সে অনুভব করে, "অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক এবং তার রোগ অপ্রতিকার্য" (যিরিমিয় ১৭:৯)।

একদা তার মনে হত, স্বর্গে যাওয়া কঠিন বিষয় নয়। সে মনে করত, তার কেবল অনুতাপ করা প্রয়োজন, কিছু প্রার্থনা আওড়ানো প্রয়োজন এবং সে যা পারে, তা করা উচিৎ, আর খ্রীস্ট এসে তার যা ঘাটতি, তা দূর করবেন। কিন্তু এখন সে মনে করে, সেই পথ সংকীর্ণ, এবং অল্পজনই তার সন্ধান পায়। এ বিষয়ে তার যে প্রত্যয় জন্মেছে, তা হল, নিজের শক্তিতে সে কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে পারে না। এ বিষয় সে এখন জানে যে, কেবল খ্রীস্টের রক্ত ছাড়া আর কোন কিছুই তার পাপ ধৌত করতে পারে না। তার একমাত্র আশা হল বিশ্বাস, "ব্যবস্থার কার্য ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ধার্মিক গণিত হয়" (রোমীয় ৩:২৮)।

একদা প্রভু যীশুর সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষতা সে দেখতে পেত না। কিছু প্রচারক যীশুর বিষয় কেন এত বেশি বলেন, তা সে বুঝতে পারত না। কিন্তু এখন সে বলবে, তিনি এক মহামূল্য মুক্তা, দশ সহস্রের মধ্যে প্রধান, তিনি পরিত্রাতা, উকিল, মহাযাজক, তার যাজক, রাজা, ডাক্তার, পালক, বন্ধু এবং তার সবকিছু।

একদা সে নিজের পাপ হালকা করে দেখত। সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করত না। মানুষের কথা, চিন্তা এবং কাজ যে কত ভেবেচিন্তে হওয়া উচিত, তার গুরুত্ব সে বুঝতে পারত না। এখন সে আপনাকে বলবে, পাপ এক ঘৃণ্য বিষয়, যা সে ঘৃণা করে, তা তার জীবনে দুঃখ এবং ভারগ্রস্ত হওয়ার কারণ। সে আরও পবিত্র হতে ইচ্ছা করে। এমন স্থানে সে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, যেখানে সে নিজে পাপ করে না এবং অন্যকে আর পাপ করতে দেখে না।

একদা অনুগ্রহের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, তা সে দেখতে পেত না। বাইবেলকে অবহেলা করত। দায় সারা কাজের মতো প্রার্থনা করত। রবিবার তার কাছে এক কষ্টকর দিন ছিল। প্রচার শুনতে তার ভালো লাগত না, এবং প্রায়ই সে প্রচারের সময় ঘুমিয়ে

পড়ত। এখন সে সমস্তের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সেগুলি তার খাদ্য, শান্তি এবং প্রাণ জুড়াবার বিষয় হয়ে উঠেছে।

একদা আন্তরিক খ্রীস্টবিশ্বাসীদের সে পছন্দ করত না। তাদের বিষাদ পূর্ণ, দুর্বল আত্মার এবং দুর্বল মানুষ হিসাবে সে এড়িয়ে যেত। কিন্তু এখন জগতে তাদেরকেই সবচেয়ে উত্তম বলে তার মনে হয়, যাদের দেখা পাওয়া ভার। তাদের সঙ্গ তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। সে মনে করে, সমস্ত মানুষ যদি বিশ্বাসী হত, তা হলে এই পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠত।

একদা, সে কেবল এই জগৎ নিয়ে, জগতের আনন্দ, ব্যবসা, কাজ, এবং জগতের পুরস্কার নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এখন সে দেখতে পায়, তা কত অন্তঃসারশূন্য, এবং তা এমন স্থান, যা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। অনেকটা পান্থশালার মতো এবং আগামী জীবেনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার স্কুলের মতো। তার ধন স্বর্গে রয়েছে এবং তার বাসস্থান কবরের ওপারে।

আমি আরও একবার জিজ্ঞেস করছি, এই নতুন জীবন আসলে কী? এ ধরনের পরিবর্তন কোনও দর্শন বা কল্পিত বিষয় নয়। এ হল, সেই বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়, তা এই জগতে যে কেবল কিছু মানুষ অনুভব করেছে, এমন নয়। তা আমার আঁকা কল্পনার কোনও ছবিও নয়। এটি সত্য বিষয়, যা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সময় অনুভব করছেন। কিন্তু আমি যে বিষয়ের কথা এখন বলছি, সেই পরিবর্তন যখন ঘটে, তখন দেখতে পাবেন, মৃতেরা জীবিত হয়ে ওঠে; আর এক নতুন সৃষ্টি এবং নতুন জীবনের জন্ম হয়।

ঈশ্বরের কাছে আমি ইচ্ছা করি, এই ধরনের পরিবর্তন যেন সাধারণ বিষয় হয়! ঈশ্বরের কাছে ইচ্ছা করি, বিশাল জনতার কাছে এই সমস্ত বিষয় কেঁদে কেঁদে বলার প্রয়োজন যদি না হত, তা হলে ভালো হত। কিন্তু সাধারণ বিষয় হোক আর না হোক, একটি বিষয় আমি সাধারণভাবে বলতে পারি, এই পরিবর্তন আমাদের সকলের প্রয়োজন। আমাদের সকলকেই যে একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তা না-ও হতে পারে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন তীব্রতায় হতে পারে। অনুগ্রহ হয়ত দুর্বল হতে পারে, তবুও তা সত্য; জীবন দুর্বল হতে পারে, তবুও তা

প্রকৃত। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, যদি পরিত্রাণ লাভ করতে হয়, তা হলে আমাদের সকলকেই এই ধরনের কিছু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আদৌ কোনও জীবন নেই। আমরা হয়ত মণ্ডলীর সদস্য হতে পারি, কিন্তু আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসী নই।

দোলনা এবং কবরের মধ্যে জীবনের কোন না কোন সময়, যারা পরিত্রাণ লাভ করেছে, তারা জীবিত হবেই। একটি কবরের উপরে লেখা এই কথা অত্যন্ত সত্য— "পাঠক, আপনি কি নতুন-জন্ম লাভ করেছেন? মনে রাখবেন! নতুন জন্ম ছাড়া পরিত্রাণ লাভ সম্ভব নয়।"

একজন, যিনি নামে খ্রীস্টবিশ্বাসী এবং অন্য একজন, যিনি কাজে এবং সত্যে খ্রীস্টবিশ্বাসী, তাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা আপনি দেখতে পাবেন। কোনও প্রতিবেশির চেয়ে একজন যে একটু খারাপ এবং অন্যজন যে একটু ভালো, তা নয়, বরং এই পার্থক্য জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে পার্থক্য, তার সমান। পাহাড়ের উচ্চস্থলে যে সাধারাণ ঘাস জন্মায়, তা মোম দিয়ে তৈরি করা কোনও সুন্দর ফুলের চেয়ে অনেক মহান, কারণ তার মধ্যে জীবন রয়েছে, যা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। সবচেয়ে অপূর্ব মূর্তি, যা গ্রিস বা ইটালীতে রয়েছে, তার পাশে একটি দরিদ্র অসুস্থ শিশু, যে কোনও বস্তির মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার কি তুলনা করা চলে? কারণ, সেই মূর্তি সুন্দর হলেও তাতে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। সেইরকম খ্রীস্টের পরিবারে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি, ঈশ্বরের চোখে জাগতিক তালন্তে পূর্ণ কোন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ, তাদের মধ্যে একজন ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করে এবং সে চিরকাল জীবিত থাকবে, অপরদিকে সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে নিজের জন্য জীবন যাপন করে, সে তার পাপে মৃত।

আপনারা যারা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আপনাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে! ভেবে দেখুন, একদা প্রকৃতিগতভাবে আপনি কী ছিলেন। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে এখন আপনি কী, তা ভেবে দেখুন। আর কে আপনার মধ্যে এই পরিবর্তন এনেছেন? ঈশ্বরের চরণে পতিত হোন। তাঁর অনুগ্রহের জন্য তাঁকে

ধন্যবাদ দিন। তাঁকে প্রায়ই বলুন, "আমি কে যে প্রভু তুমি আমাকে এই পর্যন্ত এনেছ? আমি কেন, প্রভু? তুমি আমার প্রতি কেন এত করুণা করেছ?"

৩। কীভাবে মৃত আত্মা জীবিত হয়

এবার বলি, কীভাবে একটি মৃত আত্মা জীবিত হয়।

আমি যদি আপনাদের তা না বলি, তা হলে আমি যা লিখেছি, তা নিশ্চিতভাবে, নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু হবে না। নিশ্চিতভাবে, তা আপনাকে প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে রুটি এবং জল না দিয়ে ছেড়ে আসার মতো হবে। অনেকটা খড় না জুগিয়ে ইঁট তৈরি করতে বলার মতো হবে। আমি তা করব না। যে পথে দৌড়াতে হবে, সেই পথের কথা, আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে না বলে, আপনাদের ছেড়ে দেব না। ঈশ্বরের সাহায্যে, মৃত আত্মাকে জীবিত করার কথা, আমি আপনাদের কাছে খুলে বলব।

একটি বিষয় খুব স্পষ্ট, আর সেই বিষয়টি হল, আমরা নিজে নিজে এই শক্তিশালী পরিবর্তনের কাজ করতে পারি না। তা আমাদের মধ্যে নেই। তা করার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা আমাদের পাপকে পরিবর্তিত করতে পারি কিন্তু আমরা নিজেদের হৃদয়কে পরিবর্তিত করতে পারি না। আমরা নতুন পথ বেছে নিতে পারি, কিন্তু নতুন প্রকৃতি নয়। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কার ও পরিবর্তন করতে পারি। আমরা অনেক মন্দ অভ্যাস পরিহার করতে পারি এবং উপরে উপরে অনেক কর্তব্য পালন করতে পারি। কিন্তু আমাদের মধ্যে নতুন নীতির সৃষ্টি করতে পারি না। আমরা শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারি না। কোনও ইথিয়পিয় কি তার ত্বকের রং কিংবা কোনও চিতা বাঘ কি তার দেহের চিত্র-বিচিত্র দাগ পরিবর্তন করতে পারে? একইভাবে, আমরাও আমাদের আত্মায় নতুন জীবনের সঞ্চার করতে পারি না (যিরিমিয় ১৩:২৩)।

আরও একটি বিষয় সমানভাবে স্পষ্ট, অন্য কোন মানুষ তা আমাদের জন্য করে দিতেও পারে না। প্রচারক আমাদের কাছে প্রচার করতে পারেন এবং আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারেন, বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে আসতে পারেন, প্রভুর মেজে আমাদের আহ্বান করে রুটি এবং দ্রাক্ষারস দিতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের আত্মিক জীবন দিতে পারেন না। যেখানে বিশৃঙ্খলা আছে, সেখানে তাঁরা শৃঙ্খলা আনতে পারেন, এবং যেখানে খোলাখুলিভাবে পাপ কাজ চলে, সেখানে উপরে উপরে শিষ্টাচার আনতে পারেন, কিন্তু তাঁরা সেই স্তর থেকে আরও গভীরে যেতে পারেন না। তাঁরা

আমাদের হৃদয়ে পৌঁছাতে পারেন না। পৌল চারা গাছ লাগাতে পারেন এবং আপোল্লো জলসেচন করতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধিদাতা হলেন ঈশ্বর (১করিন্থীয় ৩:৬)।

তাহলে মৃত আত্মাকে কে জীবিত করতে পারেন? কেবল ঈশ্বর তা করতে পারেন? তা তিনি ছাড়া আর কেউ তা করতে পারে না। যিনি সৃষ্টির সময় শূন্য থেকে বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই নতুন সৃষ্টি করতে পারেন। যিনি ধূলি থেকে মানুষকে গড়ে তার দেহে জীবন দিয়েছিলেন, তিনিই তার প্রাণে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন। তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা এবং নিজ পরাক্রমেই তা করতে পারেন।

গৌরবময় সুসমাচারই এর সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করে। প্রভু যীশু সম্পূর্ণ মাত্রায় পরিত্রাতা। সেই জীবিত পরাক্রমী মস্তকের দেহে কোন মৃত সদস্য-সদস্যা নেই। তাঁর সন্তানরা কেবল ক্ষমাপ্রাপ্ত ও ধার্মিকগণিত হয়নি; কিন্তু তাঁর সঙ্গে জীবিত হয়েছে ও তাঁর পুনরুত্থানে সহভাগী হয়েছে। পবিত্র আত্মা পাপীদেরকে তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত করেন এবং সেই সম্মিলনের দ্বারা তাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ করেন। বিশ্বাস করার পর, পাপী তাঁতে জীবন যাপন করে। খ্রীস্টের সঙ্গে তার আত্মার সংযুক্তির ফলস্বরূপ তাতে সেই জীবনশক্তির প্রস্রবণ উৎপন্ন হয়, যা পবিত্র আত্মাই শুরু করেন এবং ধরে রাখেন। খ্রীস্ট হলেন সমস্ত আত্মিক জীবনের নিরূপিত প্রস্রবণ, আর পবিত্র আত্মা হলেন সেই নিরূপিত ব্যক্তি, যিনি আমাদের আত্মায় সেই জীবন বহন করে আনেন।

সেই জীবন লাভ করতে হলে খ্রীস্টের কাছে আসুন। তিনি আপনাকে বাইরে ফেলে দেবেন না। পুরাতন নিয়মের একটি ঘটনায় দেখা যায়, যে মুহূর্তে সেই মৃত ইলীশায়ের দেহের স্পর্শ লাভ করেছিল, সেই মুহূর্তে সে জীবিত হয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল (২রাজাবলি ১৩:২১)। যে মুহূর্তে আপনি বিশ্বাসে প্রভু যীশুর স্পর্শ লাভ করেন, সেই মুহূর্তে আপনি ঈশ্বরের জন্য জীবিত হয়ে ওঠেন, এবং আপনার পাপ সকলের ক্ষমা হয়। তাই আসুন, এবং জীবন লাভ করুন।

কেউ খ্রীস্টবিশ্বাসী হলে, তার অতীতের দিনগুলি যেভাবেই কেটে থাকুক না কেন, তার হতাশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, মৃত্যু থেকে জীবনে প্রবেশ করার জন্য কত বড়ো পরিবর্তন প্রয়োজন! আমাদের ও স্বর্গের মধ্যে ব্যবধান কত, তা আমার জানা নেই। সাধারণ হৃদয় যে কত কঠিন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং পাপে উন্মত্ত, তা আমি

জানি। কিন্তু আমি স্মরণ করি, পিতা ঈশ্বর এই অপূর্ব সুশৃঙ্খল জগৎ শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমি আরও স্মরণ করি, প্রভু যীশু খ্রীস্টের সেই রব, যা চার দিনের মৃত লাসারের কানে পৌঁছেছিল এবং তাকে কবর থেকে তুলে এনেছিল। স্বর্গের নিচে ঈশ্বরের আত্মা বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অপূর্ব বিজয় দান করছেন, তা-ও আমি স্মরণ করি। আমি এ সকল স্মরণ করে উপলব্ধি করি, আমার হতাশ হওয়া উচিত নয়। আমাদের মধ্যে যারা পাপে চূড়ান্ত অর্থে মৃত, তাদের তিনি জীবিত করতে পারেন, যেন তারা জীবনের নতুনতায় ঈশ্বরের সম্মুখে গমনাগমন করতে পারে।

পবিত্র আত্মা করুণাময় এবং প্রেমপূর্ণ আত্মা। তিনি কোনও মানুষের জঘন্যতার জন্য তার কাছ থেকে দূরে সরে যান না। মানুষের পাপ কালো এবং রক্তবর্ণ হওয়ার কারণে তিনি কাউকে ছেড়ে চলে যান না।

করিন্থীয়দের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যার জন্য তিনি তাদের মধ্যে নেমে এসে তাদের সঞ্জীবিত করেছিলেন। পৌল তাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে প্রতিমাপূজক, পারদারিক, স্ত্রীবৎ আচারী, পুঙ্গামী, চোর, লোভী, মাতাল, কটুভাষী এবং পরধনগ্রাহী ছিল। তবুও, পবিত্র আত্মা তাদের জীবিত করেছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন, "কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হয়ে ধার্মিকগণিত হইয়াছ" (১করিন্থীয় ৬:৯-১১)।

কলসীয়দের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যে তিনি তাদের অন্তঃকরণ পরিদর্শন করেছিলেন। পৌল বলেছেন, তাদের মধ্য বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ, কুঅভিলাষ এবং লোভ ছিল, যা প্রতিমাপূজার সমান। তবুও, পবিত্র আত্মা তাদের জীবিত করেছিলেন। তিনি তাদের "পুরাতন মনুষ্যকে তার ক্রিয়াশুদ্ধ ত্যাগ করে, নতুন মনুষ্যকে পরিধান করিয়েছেন, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নতূনীকৃত হয়ে চলেছে" (কলসীয় ৩:৫-১০)।

মগ্দলীনী মরিয়মের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যে পবিত্র আত্মা তার আত্মাকে জীবিত করেছিলেন। একবার, তাঁর উপর সাতটি মন্দআত্মা ভর করেছিল। তবুও, পবিত্র আত্মা তাঁকে নতুন সৃষ্টি করেছিলেন, পাপ থেকে পৃথক করে খ্রীস্টের কাছে এনেছিলেন। এই

মগদলীনী মরিয়মই শেষে ক্রুশের কাছে দৌঁড়ে গিয়েছিলেন এবং কবরে গিয়ে পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হয়েছিলেন।

কোনও মানুষের দুর্নীতির কারণে পবিত্র আত্মা তার কাছ থেকে দূরে সরে যান না। তিনি কখনও তা করেননি এবং করবেনও না। সবচেয়ে নোংরা হৃদয়ের মানুষদেরও তিনি শুচি করেছেন এবং তাদের মধ্যে বাস করার জন্য নিজের মন্দির গড়ে তুলেছেন, এটাই তাঁর গৌরব। তিনি এখনও সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তিকে তাঁর গৌরবের পাত্র করতে পারেন।

আত্মা সর্বশক্তিমান, তিনি যে কোনও প্রস্তরময় হৃদয়কে পরিবর্তিত করে, তা মাংসময় করে তুলতে পারেন। দড়ি যেমন আগুনে পুড়ে যায়, তেমনই তিনি সবচেয়ে খারাপ অভ্যাসকে দূর করতে পারেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয়কে তিনি সহজ করে তুলতে পারেন, এবং শক্তিশালী বাধাকে বসন্তের বরফের মতো গলিয়ে দিতে পারেন। তিনি পিতলের বেড়াজাল কেটে, কুসংস্কারের দরজা ঠেলে খুলতে পারেন। তিনি সমস্ত উপত্যকা পূর্ণ করতে পারেন এবং সমস্ত বন্ধুর পথ মসৃণ করতে পারেন। তিনি তা প্রায়ই করে থাকেন এবং তা আবার করতে পারেন।

পবিত্র আত্মা পারেন খ্রীস্টবিশ্বাসের তিক্ততম শত্রু একজন ইহুদিকে, কিংবা প্রকৃত বিশ্বাসীদের হিংস্র তাড়নাকারীকে, কিংবা ফরীশী মতাবলম্বী মারাত্মক জেদী মানুষকে, কিংবা সুসমাচারের মতবাদের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মারাত্মক বিরোধীকে পরিবর্তিত করে ঐকান্তিক প্রচারকে রূপান্তরিত করতে, ফলস্বরূপ এতদিন সে যা অস্বীকার করেছিল, সেই বিশ্বাসের কথা সে প্রচার করে। তিনি তা ইতিপূর্বে করেছেন। প্রেরিতশিষ্য পৌলের প্রতি তিনি তা করেছেন।

রোমীয় কুসংস্কারের মধ্যে বড়ো হওয়া, শিশুকাল থেকে মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস করার ও পোপের বাধ্য হওয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করা, এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর চোখ পবিত্র আত্মা খুলে দিতে পারেন এবং তাঁর মধ্যে দিয়ে জগতকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ধার্মিকগণিত হয়। তিনি এই কাজ পূর্বে করেছেন। মার্টিন লুথারের প্রতি তিনি তা করেছেন।

বাসন মেরামতকারী একজন সাধারণ অশিক্ষিত ইংরেজ, যিনি এক সময় ঈশ্বর-নিন্দা করতে ও দিব্যি করতে কুখ্যাত ছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁকে গ্রহণ করে, তাঁর দ্বারা এমন এক ধর্মীয় পুস্তক লিপিবদ্ধ করতে পারেন, যার সমতুল্য পুস্তক প্রেরিতশিষ্যদের সময় থেকে কখনও আসেনি। তিনি তা ইতিমধ্যে করেছেন। তিনি জন্ বানিয়ানকে দিয়ে তা করেছেন, যিনি **"যাত্রিকের গতি"**[2] নামক পুস্তকের লেখক।

জাগতিকতায় ও পাপে প্লাবিত অসৎচরিত্রের এক ব্যক্তি, যে ক্রীতদাস বহন করার জাহাজের নাবিক, পবিত্র আত্মা এমন মানুষকেও সবচেয়ে ফলপ্রসূ সুসমাচার প্রচারকে রূপান্তরিত করতে পারেন এবং তার দ্বারা এমন পত্র ও গান লিখতে পারেন; যে সমস্ত পত্র আজও গবেষণামূলক কাজে লাগে এবং যে সমস্ত গান আজও গাওয়া হয়। তিনি তা ইতিমধ্যে করেছেন। জন নিউটনের প্রতি তিনি তা করেছেন।

পবিত্র আত্মা এ রকম অজস্র কাজ করেছেন, যাদের মধ্যে কেবল কয়েকটির কথা আমি এখানে তুলে ধরলাম। আর সেই আত্মার হাত কেটে ছোট করা হয়নি, তাঁর পরাক্রম ক্ষয় পায়নি। তিনি প্রভু যীশুর মতো, "যিনি অদ্য, কল্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন" (ইব্রীয় ১৩:৮)। তিনি এখনও অলৌকিক কাজ করে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তা করবেন।

আমি আর একবার বলি, মানুষের আত্মাকে যে জীবিত করা যায় না, এমন হতাশা আমার মধ্যে নেই। আমি যদি মানুষের উপরে এ বিষয়ে নির্ভর করতাম, তা হলে আমার হতাশার কারণ থাকত। তা যদি পরিচর্যাকারীদের কাজের উপর নির্ভর করত, তাতেও আমি হতাশ হতাম। কারণ, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষও দুর্বল সৃষ্ট জীব! কিন্তু আমি যখন স্মরণ করি, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর মানুষের আত্মায় এই জীবন সঞ্চার করেন, তখন আমার হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ আমি জানি, যিনি এ বিষয়ে প্ররোচনা দেন, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

---

[2] **বানিয়ানের *যাত্রিকের গতি*** – ১৬৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর, এই খ্রীস্টীয় রূপক-কাহিনি সেই সময় থেকে সমানে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, বাইবেলের পর এটিই সবচেয়ে বহুল বিক্রীত বই। চ্যাপেল লাইব্রেরীতে এই বইটি পাওয়া যাবে।

আমি যদি এমন কথা শুনি যে, প্রশস্ত পথে গমনকারী সবচেয়ে কঠিনমনা, আমার কোনও পরিচিত ব্যক্তি, কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েছে এবং সবচেয়ে গর্বিত ব্যক্তি খ্রীস্টের চরণতলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় স্থান নিয়েছে, তা হলে, সে কথা শুনে, আমি এ জীবনে অবাক হব না।

প্রশস্ত পথে এখন হাঁটছে, এমন অনেক মানুষকে মৃত্যুর পর শেষবিচারের সময় প্রভুর ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেলও, আমি অবাক হব না। আমি নিশ্চয় এ কথা বলব না, "তোমরা এখানে কেন?" আমি কেবল তাদের স্মরণ করিয়ে দেব, যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তখন কি আমি বলিনি, যিনি মৃতদের সঞ্জীবিত করেন, তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়?

আমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন, যিনি খ্রীস্টের মণ্ডলীকে সাহায্য করতে চান? তা হলে, তিনি যেন আত্মার বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করেন। কারণ, কেবল তিনিই আমাদের প্রচারে ধার জোগাতে, পরামর্শ দিতে এবং ভর্ৎসনা করার জন্য শক্তি জোগাতে পারেন; আর তিনিই পাপময় হৃদয়ের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে পারেন। উত্তম প্রচার এবং উচ্চ মানের লেখার প্রয়োজনের চেয়ে, এখন যে বিষয়টির সবথেকে বেশি প্রয়োজন, তা হল, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি ঈশ্বরের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ অথবা তাঁর আত্মার অমরতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা অনুভব করছেন? তা হলে বলি, সেই মুক্ত জীবন-জলের উনুইয়ের কাছে যান, তিনি প্রভু যীশু, তা হলে আপনি পবিত্র আত্মা লাভ করবেন (যোহন ৭:৩৯)। পবিত্র আত্মা লাভের জন্য প্রার্থনা করুন। মনে করবেন না যে, আপনার কোনও আশা নেই। পবিত্র আত্মা এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, "তাঁর কাছে যাহারা যাচ্ঞা করে, স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন" (লূক ১১:১৩)। তাঁর নাম প্রতিজ্ঞার আত্মা এবং জীবনের আত্মা। তিনি যতক্ষণ না আপনার কাছে এসে আপনার হৃদয়কে নতুন করে তোলেন, ততক্ষণ তাঁকে ছাড়বেন না। প্রভুর কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে বলুন, "দয়া করে আমায় আশীর্বাদ করুন, এবং আমাতে প্রাণ সঞ্চার করে জীবিত করুন।"

৪। আপনি কী জীবিত?

এবার অল্প কিছু কথার মাধ্যমে সমস্ত বিষয়টির সারাংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরি।

ক। প্রত্যেক পাঠকের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন: "আপনি কী জীবিত না মৃত?"

খ্রীস্টের দূত হিসাবে আমাকে আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে দিন। চলার জন্য কেবল দুটি পথ আছে— সংকীর্ণ পথ ও প্রশস্ত পথ; বিচারের দিনে দুই ধরনের যাত্রী থাকবে— একদল ডান-দিকে আর অন্যদল বাঁ-দিকে; খ্রীস্টের মণ্ডলীতে দুই দলের লোক বর্তমান, আর আপনি তাদের মধ্যে একটি দলের অন্তর্গত। আপনি কোন দলে রয়েছেন? আপনি কি জীবিতদের দলে না মৃতদের দলে?

আমি আর কাউকে নয়, কিন্তু আপনাকে বলছি; আপনার প্রতিবেশিকে নয়, কিন্তু আপনাকে বলছি; কোনও আফ্রিকাবাসী বা নিউজিল্যাণ্ডবাসীকে নয়, কিন্তু আপনাকেই এই প্রশ্ন করছি। আপনি স্বর্গদূত কি না অথবা আপনার দাউদ বা পৌলের মতো মন আছে কি না, আমি এমন প্রশ্ন করছি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, আপনি কি নিজেকে খ্রীস্ট যীশুতে নতুন সৃষ্টি হিসাবে সুদৃঢ়-ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপিত আশার অধিকারী? আপনি যে পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ করে নতুন মনুষ্যকে পরিধান করেছেন, এই বিশ্বাস করার পক্ষে আপনার কি যথেষ্ট কারণ আছে? আপনি কি কখনও আপনার হৃদয়ের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অনুভব করেছেন, বা এক কথায় ,আপনি কি জীবিত না মৃত?

১) আমাকে এমন কথা বলে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না যে, আপনি বাপ্তিস্মের মাধ্যমে কোনও মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিলেন, এবং সেই মাণ্ডলিক সংস্কারের মাধ্যমে আপনি অনুগ্রহ এবং আত্মাকে লাভ করেছিলেন— প্রশ্ন হল, আপনি কি জীবিত? আর তা না হলে, সবই বৃথা। বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যে বিধবা বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছিল, তার সম্বন্ধে পৌল নিজে বলেছিলেন, "কিন্তু যে বিলাসিনী, সে জীবদ্দশায় মৃত" (১তীমথিয় ৫:৬)। প্রভু যীশু নিজে সার্দ্দিস্থ মণ্ডলীর দূতকে বলেছিলেন, "তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত" (প্রকাশিত বাক্য ৩:১)। আপনি যে জীবনের কথা বলছেন, তা যদি দেখা না যায়, তবে তা বৃথা। আমাকে যদি তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়, তবে তা আমাকে দেখান। অনুগ্রহ হল দীপ্তি, যা সর্বদা উপলব্ধি করা সম্ভব। অনুগ্রহ হল লবণ, আর লবণের স্বাদ সর্বদা

অনুভব করা সম্ভব। অন্তরে বাসকারী আত্মার বাহ্যিক ফল যদি দেখা না যায়, এবং অনুগ্রহ যদি মানুষের চোখে ধরা না পড়ে, তা হলে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, যদি বাপ্তিস্ম ছাড়া আপনার আত্মিক জীবনে আর কোন চিহ্ন না থাকে, তা হলে আপনি আত্মায় মৃত।

২) আমাকে এ কথা বলবেন না যে, এটি এমন প্রশ্ন যার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় কিংবা এ বিষয়ে নিজের মতপ্রকাশ করা হল চরম অহংকারের কাজ; কিংবা এ হল, বৃথা ভরসা এবং মিথ্যা নম্রতা। আত্মিক জীবন, আপনি যেমন ভাবছেন, তেমন অনুজ্জ্বল ও সন্দেহজনক কিছু নয়। যারা বাইবেল জানেন, তারা এর উপস্থিতি চিহ্ন ও প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারবেন। যোহন বলেছেন, "আমরা জানি যে, আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি" (১যোহন ৩:১৪)। এই শাস্ত্রাংশে যা বলা হয়েছে, তার নির্দিষ্ট সময় ও কাল মানুষের কাছে অজানা থাকতে পারে। কিন্তু এর বাস্তবতা কদাচিৎ অনিশ্চিত বিষয় হতে পারে। হুইটফিল্ড প্রশ্ন করলে, এক স্কটিশ মহিলা তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা খুব সত্য ও সুন্দর: সেই মহিলা জানতেন, কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তা হয় এই পৃথিবীতে নয় তার নিজের হৃদয়ে, কিন্তু কোথাও না কোথাও মহাপরিবর্তন ঘটেছে, এ বিষয়ে মহিলাটি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন, কারণ সমস্ত বিষয় আগের ন্যায় আর ছিল না। ওহে পাঠক, অনুসন্ধান বন্ধ করে উত্তর দিন, আপনি কি জীবিত না মৃত?

৩) আমাকে এই উত্তর দেবেন না যে, আপনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না। আপনি স্বীকার করছেন যে, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এর উত্তর আপনার মৃত্যুর ঠিক পূর্বে আপনি জানতে চান; আপনি আপনার পছন্দমতো সময়ে এর উত্তর চিন্তা করতে চান, কিন্তু এই মুহূর্তে এই প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা নেই।

আপনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না! কিন্তু এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আপনার স্বর্গে না নরকে যাওয়া ঠিক হবে। আপনার উত্তরের উপর নির্ভর করছে, আপনি অনন্তকালীন আনন্দ না অনন্তকালীন দুর্দশা ভোগ করবেন। আপনি আপনার জাগতিক বিষয়গুলিকে এইভাবে অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারেন না। আপনার জাগতিক বিষয়গুলির প্রতি আপনি কত যত্নশীল! আপনি তা ফেলে রাখেন না, বরং তাদের জন্য সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনা করেন। সব ধরনের আকস্মিক ঘটনার জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত রাখেন।

আপনি নিজের জীবন এবং সম্পদ সুরক্ষিত করার কত ব্যবস্থা করেন! তাহলে, আপনার অমর আত্মার প্রতি আপনি কেন এত উদাসীন?

আপনি এর উত্তর জানেন না! তবুও আপনার চারপাশের সমস্ত বিষয় অনিশ্চত। আপনি কীটের মতো দুর্বল, আপনার যে শরীর কত ভয়াবহ ও অপূর্ব আকারে নির্মিত, তা কত সহজে কোনও একটি বিষয়ে সমস্যার কারণে অসুস্থ হতে পারে। পরের বার যখন কাশ ফুল ফুটবে, তখন হয়ত তা আপনার কবরের উপরেই ফুটবে। আপনার সামনে সবকিছু হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। আপনি জানেন না, বছর গড়াতে না গড়াতে, কী দিন আসবে। তাহলে দেরি না করে আপনার প্রাণের বিষয় কেন চিন্তা করছেন না?

প্রত্যেক পাঠক আত্ম সমীক্ষা করে দেখুন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনার পরিস্থিতি কেমন, তা দৈর্ঘে ও প্রস্থে কতখানি। আপনি যতক্ষণ না তা জানতে পারছেন, ততক্ষণ বিশ্রাম নেবেন না। এ বিষয়ে অনগ্রসরতা হল একটি মন্দ চিহ্ন। তা অস্বস্তিকর বিবেক থেকে আসে। এটি দেখায়, সে নিজের কারণে নিজের সম্বন্ধে খারাপ ভাবছে। এর দ্বারা সে নিজেকে এমন অসৎ ব্যবসায়ী জ্ঞান করে, যে ভাবে তার হিসাবের খাতা কখনও পরীক্ষা করা হবে না। সে আলোকে ভয় পায়।

অন্য সব কিছুর মতো, আত্মিক বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া হল প্রজ্ঞাবানের কাজ। কোনও কিছুকেই অবধারিত জ্ঞান করবেন না। অন্যদের দিয়ে নিজের পরিস্থিতির বিচার করবেন না। সবকিছু ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে দেখুন। আপনি যখন আপনার আত্মার বিষয় কোনও ভুল করেন, তখন সেই ভুল অনন্তকালীন। লেইটন এমন কথা বলেছেন, "নিশ্চতভাবে, যাদের নতুন জন্ম হয়নি, তারা একদিন ইচ্ছা করবে, তাদের জন্ম না হলেই ভালো হত।"

আজই বসে চিন্তা করুন। শান্ত হয়ে আপনার হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলুন। নিজের ঘরে একান্তে এ বিষয়ে ভেবে দেখুন। ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তে সময় অতিবাহিত করার উপায় খুঁজে বের করুন। এই সমস্ত প্রশ্ন সততার সঙ্গে, ভালোভাবে ও বিস্তারিতভাবে চিন্তা করে দেখুন, সেগুলি আপনাকে কীভাবে স্পর্শ করে? দেখুন আপনি জীবিত না মৃতদের মধ্যে?

খ। দ্বিতীয় ভাগে, আমি সম্পূর্ণ মমতায় তাদের কিছু বলতে চাই, যারা মৃত।

আমি আপনাদের কী বলব? আমি আপনাদের কী বলতে পারি? আমার কোন কথা আপনাদের হৃদয়ে দাগ কাটতে পারে?

আমি বলতে চাই, আপনাদের আত্মার জন্য আমি সত্যি কষ্ট পাচ্ছি। আপনাদের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি যে কথা বলছি, আপনারা হয়ত এ বিষয়ে মাথা ঘামান না বা চিন্তাও করেন না। আমি যা বলছি, তা নিয়ে হয়ত আপনাদের আদৌ কোনও মাথা ব্যথা নেই। আপনি হয়ত, আমার এই সমস্ত কথা দ্রুত পাঠ করেছেন এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, আপনার নিজের কাজে মন দিতে চলেছেন; কিন্তু আপনারা নিজেদের সম্বন্ধে যতই অল্প চিন্তা করুন না কেন, আপনাদের জন্য আমার যে ভাবনা, তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারবেন না।

আমি কি সেই যুবকের জন্য শোক করি, যখন তাকে দেখি, সে তার ইন্দ্রিয়ের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে তার শরীরের প্রথমিক ভিত্তিকে দুর্বল করছে এবং তার দ্বারা তার বৃদ্ধ বয়সের তিক্ত বীজ বপন করছে? তার থেকেও বেশি আমি আপনার আত্মার জন্য শোক করব।

আমি কি শোক করি, যখন আমি তাদের উত্তরাধিকার অপচয় করতে, এবং তুচ্ছ ও বোকামীর কাজে তাদের সম্পত্তি নষ্ট করতে দেখি? তার থেকেও বেশি আমি আপনার আত্মার জন্য শোক করব।

আমি কি শোক করি, যখন আমি শুনতে পাই, অনেকে আনন্দদায়ক জ্ঞান করে ধীরগতির বীষ পান করছে, যেমন চীনদেশের লোকেরা আফিম খায়, যার দ্বারা তারা তাদের জীবন-ঘড়ি চালু করে আর মনে করে, তা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল না, কিন্তু আসলে তার দ্বারা তারা নিজেদেরই কবর খনন করে।

আমি এই কথা চিন্তা করে শোক করি যে, তাদের কাছে যে সমস্ত সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করা হয়েছিল, তা তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, যেমন তারা খ্রীস্টকে বর্জন করেছে, প্রায়শ্চিত্তের রক্ত পদদলিত করেছে, আত্মার প্রতিরোধ করেছে, বাইবেলকে অবহেলিত করেছে, স্বর্গকে তুচ্ছীকৃত করেছে, এবং ঈশ্বরের স্থানে জগৎকে বসিয়েছে।

আপনারা যে মনোরম সুখ হারাচ্ছেন, যে শান্তি ও সান্ত্বনা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন, নিজেদের জন্য যে দুর্দশা সঞ্চয় করছেন এবং আপনাদের জীবনে যে মারাত্মক তিক্ত অভিজ্ঞতা আগামী দিনে আসতে চলেছে, তাদের কথা চিন্তা করে আমি শোক করি।

আমি শোক করতে বাধ্য, আমি শোক না করে থাকতে পারি না। অন্যরা মনে করতে পারেন, মৃতদের জন্য শোক করাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি মনে করি, মৃত আত্মাদের জন্য শোক করার মধ্যে অনেক বেশি কারণ লুকিয়ে আছে। এই জগতের সন্তানরা অনেক সময় আমাদের মধ্যে এই গম্ভীর ভাব দেখে, আমাদের মধ্যে দোষ খুঁজে পায়। সত্যি, আমি যখন জগতের দিকে তাকাই, তখন অবাক হয়ে ভাবি, আমরা কি এই সব দেখে আদৌ হাসতে পারি?

যারা পাপে মৃত, তাদের প্রত্যেককে আজ আমি বলি, আপনি কেন মরবেন? পাপের বেতন কি এতই মিষ্টি ও উত্তম, যে আপনি তা পরিত্যাগ করতে পারবেন না? জগৎ কি এতটাই সন্তোষজনক, যে আপনি তা পরিহার করতে পারবেন না? শয়তানের সেবা করাটা কি এতই মনোহর, যে আপনি তা ত্যাগ করতে পারবেন না? স্বর্গ কি এত হতদরিদ্র বিষয়, যার অন্বেষণ করাটা আপনার কাছে মূল্যবান নয়? আপনার প্রাণ কি এতই তুচ্ছ বিষয়, যে তা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই? ওহে মানুষ, বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে ফিরুন! ঈশ্বর চান না, আপনার বিনাশ ঘটে। "কারণ যে মরে, তার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নাই, ইহা সদাপ্রভু বলেন।" প্রভু যীশু আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনার দোষ দেখে তিনি অন্তরে আহত হন। তিনি পাপপূর্ণ জেরুশালেমকে দেখে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, "আমি কতবার তোমার সন্তানদের একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না।" নিশ্চিতভাবেই আপনি যদি হারিয়ে যান, তা হলে আপনার রক্ত আপনার মাথার উপরে বর্তাবে। "হে নিদ্রাগত ব্যক্তি জাগ্রৎ হও, এবং মৃতগণের মধ্য হইতে উঠ, তাহাতে খ্রীস্ট তোমার উপরে আলোক উদয় করিবেন" (যিহিষ্কেল ১৮:৩২; মথি ২৩:৩৭; ইফিষীয় ৫:১৪)।

আমায় বিশ্বাস করুন, প্রকৃত অনুতাপ এমন একটি ধাপ, যা করে মানুষ কখনও দুঃখ করেনি। হাজার হাজার মানুষ জীবনের শেষদিকে খেদোক্তি করে বলেছে, "তারা অল্পই

ঈশ্বরের সেবা করেছে।" আদমের কোনও সন্তান এই জগৎ পরিত্যাগ করার সময় এমন কথা বলে যেতে পারেনি যে, সে তার আত্মার জন্য যথেষ্ট যত্নবান ছিল। জীবনের পথ সংকীর্ণ, কিন্তু তার সমস্ত ধাপ একদিকে; আদমের কোনও সন্তান ফিরে এসে বলেনি, তা ভ্রান্তির পথ ছিল। জগতের যে পথ তা অতি প্রশস্ত, কিন্তু লাখ লাখ মানুষ তা ত্যাগ করেছে, এবং সাক্ষ্য দিয়েছে, সেই পথ দুঃখ এবং হতাশার পথ ছিল।

গ। তৃতীয় ধাপে, যারা জীবিত আছে, তাদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিন।

আপনি কি বাস্তবিক ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত? আপনি কি সততার সঙ্গে বলতে পারেন, "আমি মৃত ছিলাম কিন্তু এখন ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হয়েছি; আমি অন্ধ ছিলাম কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি"? তা হলে, তা আপনার কাজের দ্বারা প্রমাণ করুন। সেই সাক্ষ্য যেন অবিচল থাকে। আপনার মুখের কথা, কাজ, পথ এবং আপনার মেজাজ যেন একই কথা বলে। আপনার জীবন যেন কচ্ছপ বা শ্লথের মতো **টর্পিডের**[3] **(অকর্মণ্যের)** না হয়; কিন্তু তা যেন প্রাণবন্ত এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী জীবন হয়, অনেকটা হরিণ বা পাখির মতো। আপনার মধ্যে যে অনুগ্রহ, তা যেন উজ্জ্বল হয়, যেন আপনার চারপাশের মানুষরা দেখতে পায়, সেই আত্মা আপনার হৃদয়ে বাস করছেন। আপনার মধ্যে যে দীপ্তি, তা যেন নিষ্প্রভ, টিমটিম করে জ্বলা শিখার মতো না হয়; তা যেন সুস্থিরভাবে বেদিতে অনন্তকাল ধরে জ্বলে এবং কখনও টিমটিমে না হয়ে যায়। আপনার খ্রীস্টবিশ্বাসী হওয়াটা যেন অভ্রান্ত হয়, আপনার চোখ যেন শরীরের প্রদীপ হয়, আপনার হৃদয় যেন সরল এবং সুন্দর হয়, আপনি যেন সোজা পথে চলেন আর তা দেখে, সবাই যেন বুঝতে পারে, আপনি কার এবং আপনি কার সেবা করেন। আমরা যদি আত্মা দ্বারা উজ্জীবিত হই, তা হলে, সন্দেহ করার মতো আর কিছু থাকবে না। বিশ্রীভাবে আঁকা একটি ছবির প্রতি যে কথা প্রযোজ্য, তার ন্যায় আপনাকে মানুষদের ডেকে এ কথা বলার প্রয়োজন হবে না, "ইনি একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী।" আমরা এমন অলস ও স্থির হব না যে, লোকেরা বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে এসে ভালো করে দেখে মন্তব্য করবে, "এ কি জীবিত না মৃত?"

---

[3] **টর্পিড** – শব্দটির অর্থ, গতি বা অনুভূতির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি, নির্জীব ব্যক্তি।

আপনি কি জীবিত? তা হলে, তা আপনার আত্মিক বৃদ্ধি দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। আপনার মধ্যে যে মহাপরিবর্তন তা লক্ষ্য করা যাবে। আপনার জ্যোতি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অস্কিলোনে যিহোশূয়ের সময়ে, স্থির হয়ে যাওয়া সূর্যের মতো, তা যেন না হয় (যিহোশূয় ১০:১২), হিষ্কিয়ের সময়ে, সূর্যের মতো, তা যেন পিছিয়ে না পড়ে (২রাজাবলি ২০:৯-১১), কিন্তু তা যেন সকালের সেই সূর্যের মতো হয়, যে বীরের মতো নিজের পথে দৌড়াবার জন্য আমোদ করে। আপনার মধ্যে যেন প্রভুর রূপ প্রতি মাসে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা যেন কোন মূর্তি বা পয়সার উপরে ছাপের মতো না হয়, যা যত ব্যবহার করা হয়, ততই অস্পষ্ট হয়ে যায়। পরিবর্তে, তা যত পুরানো হয়, ততই যেন স্পষ্ট হয়, আপনার মধ্যে আপনার রাজার প্রতিমূর্তি যেন আরও পূর্ণ আকারে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

যে ধর্ম স্থির ও অচল, এমন ধর্মে আমার কোনও ভরসা নেই। আমি মনে করি না, খ্রীস্টবিশ্বাসীর সঙ্গে সেই পশুর সাদৃশ্য আছে, যে কেবল নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারপর তার বৃদ্ধি থেমে যায়। পরিবর্তে, আমার বিশ্বাস, খ্রীস্টবিশ্বাসীর সঙ্গে সেই গাছের মিল আছে, যা দিন প্রতিদিন আকারে প্রকারে শক্ত হয়ে ওঠে। প্রেরিত পৌলের কথা স্মরণ করুন: "আর আপনাদের বিশ্বাসে সদগুণ, ও সদগুণে জ্ঞান, ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তায় ধৈর্য, ও ধৈর্যে ভক্তি ও ভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম জোগাও" (২পিতর ১:৫-৭)। এইভাবে, একজন ফলপ্রসূ খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠা যায়। মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করবে এবং আপনার মধ্যে অনবরত পরিবর্তন লক্ষ্য করে হয়ত তারা আপনার প্রতি আকর্ষিত হবে। নিশ্চয়তা লাভ করার এ এক অপূর্ব পথ। "কারণ এইরূপে আমদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীস্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রচুর রূপে তোমাদের দেওয়া যাবে" (২পিতর ১:১১)। আপনি যদি আপনার ধর্মে ফলপ্রসূ এবং সুখী হন, তবে আপনার মন্ত্র হোক, শেষ দিন পর্যন্ত "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"